দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

66

সাতক্ষীরায় গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা

শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

সাতক্ষীরা, ৯ই অক্টোবর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।— যৌতুকের দাবীতে ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ ফেরদৌসী পারভিনকে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালত মামলা গ্রহণের জন্য থানার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নিহত ফেরদৌসীর বড় বোন মাসুদা পারভিন বাদী হয়ে ভগ্নিপতি রফিকুল ইসলাম, ফেরদৌসীর দেবর শহীদুল ইসলাম, শ্বশুর ইয়ার আলী, ননদের স্বামী দর্জিস মোড়লসহ মাছখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হায়নার রশীদ এবং সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার জি,এম রহিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন।

বাদিনীর অভিযোগ অনুযায়ী গত ৩রা সেপ্টেম্বর তার ভগ্নিপতি, বোনের দেবর, শ্বশুর ও ননদের স্বামী তার বোনকে যৌতুকের দাবীতে প্রহার করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে এসিড জাতীয় পদার্থ দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। নির্যাতনের পর তারা ফেরদৌসীর মুখে জোর করে বিষ ঢেলে দেয় এবং এক পর্যায়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় তাকে সাতক্ষীরা আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে গা-ঢাকা দেয়। হাসপাতালেই ফেরদৌসীর মৃত্যু হয়। মামলায় সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে হত্যাকারীদের হত্যাকাজে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগেই ফেরদৌসী পারভিন ও তার মা সোনাভান বিবি সাতক্ষীরার ফৌজদারী আদালতে বিভিন্ন অভিযোগ এনে উক্ত শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন, সেটি এখনও বিচারাধীন।

জানা যায়, প্রায় ৪ বছর আগে সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের ইয়ার আলীর পুত্র রফিকুল ইসলামের সঙ্গে নিহত ফেরদৌসীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর এই মামলার বাদিনী মাসুদা পারভিন বোন ও ভগ্নিপতিকে ঢাকার একটি গার্মেন্টসে চাকরির ব্যবস্থা করেন। সেখানে এক মহিলার সঙ্গে রফিকুলের অবৈধ সম্পর্ক হয়। এরপর থেকেই বিভিন্ন সময়ে রফিকুল ফেরদৌসীকে যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন চালাতো। ইতিমধ্যে সে তিনবার স্ত্রীকে গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য করে। ৪র্থ বারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তান লাভের চেষ্টা করলে যৌতুকের দাবী বেড়ে যায়। স্বামী রঙ্গিন টেলিভিশন ও মোটর সাইকেল দাবী করে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর নির্যাতনের ফলে অন্তঃসত্ত্বা ফেরদৌসীর মৃত্যু ঘটে।

বোনের মৃত্যুর পর মাসুদা পারভিন ময়না তদন্তশেষে সাতক্ষীরা থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ এজাহার গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তকারী ডাঃ আবতারুজ্জামান ময়নাতদন্ত রিপোর্ট চেপে রেখেছেন বলেও বাদিনী'র পক্ষ থেকে আদালতে অভিযোগ করা হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর অভিযোগ পাওয়ার পর পরই সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষকে বাদিনীর অভিযোগটি এফআইআর হিসেবে গ্রহণের জন্য আদালত থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মামলা প্রত্যাহারের জন্য আসামীদের পক্ষ থেকে বাদিনীকে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।